গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভোলা জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১জুলাই, ২০২৩ – ৩০ জুন, ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	০৩
প্রস্তাবনা	০৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	০৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	০৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	০৭
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১১
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১২
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৩
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৯
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	২০

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতি বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ভোলা জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কর্যক্রম জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা সহকারী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ৫৯৯০ টি পানির উৎস স্থাপন, ১২ টি পুকুর পুন: খনন,২৩৪৪ টি স্বাস্থ্যব্যয়ের ল্যাট্রিন নির্মান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫০ টি টি এস পি স্থাপন ও ৫০ টি ওয়াস ব্লক নির্মান, পল্লী ও পৌর এলাকায় ২৬ টি কমিউনিটি ও পাবলিক টয়লেট নির্মান এবং পৌর এলাকায় ৪ টি উৎপাদক নলকূপ ও ৮৪.৮৫ কি: মি: পাইপ লাইন, পানি পরীক্ষাগার ০১ টি, ০২ টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মান করা হয়েছে। এছাড়া ০৭ (সাত) টি উপজেলায় নিজস্ব অফিস ভবন নির্মান করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

ভোলা জেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এই জেলাটি মেঘনা ও তেতুলিয়া এবং বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত। অত্র জেলার সব কটি উপজেলা সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত এবং দুর্গম। এ জেলা প্রায় প্রতি বছরই বন্যা বা জলোচ্ছাস সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত হয়। সমুদ্র ও নদী এলাকায় মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকায় তারা স্যানিটেশনের বিষয়ে খুবই অসর্তক, তাছাড়া বর্তমান প্রচলিত পাঁচ রিং বিশিষ্ট টয়লেট এখানে টেকসই নয়, সমুদ্র ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেলেই তা অচল হয়ে পড়ে। এ জেলা সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত হওয়ায় বেরিবাধ ভেঙ্গে এখানে হঠাৎ বন্যাতে (Flash flood) আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত জনগনের জন্য জরুরী পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপদ খাবার পানি পাওয়া যায় না। এছাড়া জেলার কিছু এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি লবনাক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপদ পানির তীব্র সংকট বিদ্যামান। এখানে পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সারা বছর কার্যাকারিতা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শুস্কু মৌসুমে পানির স্থিতিতল আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে। এছাড়াও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করনের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা অপ্রতুল জনবল।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ভোলা জেলায় প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, প্রতিটি ইউনিয়নের পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন এবং স্বাস্থ্যস্মাত ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগ নিশ্চিকরন কল্পে কাজ করে যাচ্ছে ।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানি উৎস স্থাপন-১৯৭০ টি
- স্বল্প মূল্যর স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন-১৬৫০টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা- ১৯২০ টি